

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা বৈধতা দেয়ার চেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম অফিস।
অবশেষে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বাণিজ্য
অনুষদের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের
ন্যাকারজনক ঘটনাটিকে সিভিকিটে
ভোটভূমির মাধ্যমে বৈধতা দেয়ার চেষ্টা
করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ১০ ফেব্রুয়ারি
এ অনুষদের প্রথমবর্ষ ভর্তি পরীক্ষা
অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষা অনুষ্ঠানের
কয়েকদিন পূর্বে হতে ভর্তি পরীক্ষার
প্রশ্নপত্র একটি মৌলবাদী ছাত্র সংগঠন
কর্মীদের মাধ্যমে বেচাকেনা হচ্ছে বলে
অভিযোগ আসে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও অভিভাবকদের
পক্ষ হতে সময়মত বিষয়টি উপাচার্য তথা
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের দৃষ্টিগোচর
করলেও রহস্যজনক কারণে এ ব্যাপারে
প্রশাসক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা
থেকে বিরত থাকেন। পরীক্ষার দিন
প্রমাণিত হয় যে, পূর্বে বাজারে বিক্রি
হওয়া প্রশ্নপত্রের সাথে পরীক্ষায় আসা বহু
প্রশ্নেরই মিল রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে
সকল মহল হতে তীব্র প্রতিবাদ উঠলেও

উপাচার্য তড়িঘড়ি করে বাণিজ্য অনুষদের
ডীন ও পরীক্ষা কমিটির সভাপতিকে দিয়ে
একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে বিষয়টি
ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা চালান। এ কমিটির
নিরপেক্ষতা নিয়ে সকল মহল প্রশ্ন তুললে
তখন উপাচার্য বাধ্য হয়ে সকল ডীনদের
সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্ত কমিটি গঠন
করেন। কমিটি গত ২৫ মার্চ উপাচার্যের
নিকট রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্টে
সুষ্ঠুভাবে বাণিজ্য অনুষদের প্রথম বর্ষ
ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে মর্মে
মত প্রকাশ করা হয়। রিপোর্টটি গত ৩০
মার্চ অনুষ্ঠিত সিভিকিটের বিশেষ জরুরী
সভায় পেশ করা হয়। সভায় দীর্ঘ ৬ ঘণ্টা
আলোচনার পর ভোটভূমির মাধ্যমে ৬-৫
ভোটে পরীক্ষার নামে এ প্রহসনটি বহাল
রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উল্লেখ্য, বাণিজ্য অনুষদের ডীনকেও এ
ভোটভূমিতে অংশ নেয়ার সুযোগ দেয়া
হয়। যদিও বা প্রচলিত নিয়মে তার এ
ভোট প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার কথা নয়।